

সন্ত্রাস : ঢাকা ভার্শিটিতে বছরে ক্ষতি ১ লাখ টাকা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : সন্ত্রাসজনিত কারণে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত ভবন ও আসবাবপত্র মেরামত এবং ক্রয় বাবদ ১ লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে।

ক্ষতিগ্রস্ত এসব আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মেশিন, ফ্যাক্স, টেলিপ্রিন্টার, জানালা, দরজা, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি।

এগুলো মেরামত ও নতুন করে ক্রয় করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর বার্ষিক বাজেটে এগুলোর জন্য অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছেন।

গত চার বছরের হিসাব অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পদের

সবচেয়ে বেশী ক্ষতি সাধিত হয়েছে ১৯৯২ সালের নবেম্বর মাসে। মুজিববাদী ছাত্রলীগের অত্যন্তরীণ কোন্দলে সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল নিহত হলে, বিক্ষুব্ধ সন্ত্রাসীরা ঢাকা ভার্শিটির কলা ভবনের বিভিন্ন কক্ষ ভাঙচুর করে।

ভার্শিটিতে প্রতিবছর বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলনরত ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এসব সংঘর্ষে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রের এলোপাতাড়ি গুলিতে কক্ষ ও মূল্যবান যন্ত্রপাতির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

১৯৯৩-৯৪ সালের ভার্শিটির আর্থিক বাজেটে এইসব (৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

সন্ত্রাসে ঢাকা ভার্শিটিতে বছরে ক্ষতি ১ লাখ টাকা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষতিগ্রস্ত কক্ষ মেরামত ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য ১ লাখ টাকার বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে। গত বছর এইসব ক্ষতি সাধিত কক্ষ ও আসবাবপত্রের মেরামত ও ক্রয় করার জন্য ৪১ হাজার ৬শ' ৭১ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে বলে সূত্র জানায়। সূত্র জানায়, ঐ টাকায় ধ্বংসপ্রাপ্ত সব আসবাবপত্র মেরামত ও পুনঃ ক্রয় এখনও সম্ভব হয়নি।

এদিকে চলতি বছর ভার্শিটি বাজেটে আরো কিছু নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ অর্থ বরাদ্দ করেছেন বলে

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে। এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে লাইব্রেরীর আধুনিকীকরণ, শিক্ষকদের বাসভবন নির্মাণ, গ্রন্থালয় ব্যবস্থাপনার জন্য কম্পিউটার স্থাপনের জন্য ২ কোটি টাকার জাপানী অনুদান সংগ্রহ, গ্রন্থাগারের ইন্টার কম স্থাপন, ৮২টি এয়ারকুলার স্থাপন প্রভৃতি পরিকল্পনা। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের কথা থাকলেও ভার্শিটিতে যে ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিনিয়ত ঘটছে তার জন্য কর্তৃপক্ষ এসব অত্যাধুনিক ও ব্যয়বহুল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উৎসাহ হারাচ্ছে বলে একটি সূত্র থেকে জানা গেছে।